তারিখ 31 JAN 2016
পৃ 6 কলাম 2

প্রথম আলো

কাল শুরু এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা
বেশি নম্বর দেওয়ার নির্দেশ নেই: শিক্ষামন্ত্রী

নিবন্ধন করেও অংশ নিতে পারছে না সোয়া দুই লাখ শিক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

মাধ্যমিকে নিবন্ধন করেও পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারা শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। দুই বছর আগে নিবন্ধন করলেও ২ লাখ ২০ হাজার ৫৪০ জন নিয়মিত শিক্ষার্থী এবারের মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না।

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি), দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা উপলক্ষে গতকাল শনিবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়। কাল সোমবার শুরু হচ্ছে এসব পরীক্ষা। এবার আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডসহ ১০টি বোর্ডে নিয়মিত ও অনিয়মিত মিলে মোট পরীক্ষার্থী ১৬ লাখ ৫১ হাজার ৫২৩ জন।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শ্রীকান্ত কুমার চন্দ বলছেন, নিবন্ধন করা শিক্ষার্থীরা নির্বাচনী পরীক্ষায় ফেল করায় পরীক্ষা দিতে পারছে না।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, দুই বছর আগে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে ১৬ লাখ ৯৫ হাজার ৪৬৭ জন নিবন্ধন করেছিল। এদের মধ্যে নিয়মিত হিসেবে পরীক্ষা দিচ্ছে ১৪ লাখ ৭৪ হাজার ৯২৭ জন। একইভাবে নিবন্ধন করেও গত বছর পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৮৭ হাজারের কিছু বেশি।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, পরীক্ষক ও শিক্ষকদের প্রতি উত্তরপত্রে বেশি নম্বর দেওয়ার কোনো নির্দেশনা নেই। কম নম্বর দেওয়ারও নির্দেশনা নেই। যার যা প্রাপ্য, তা-ই দিতে হবে। এতে পাসের সংখ্যা বাড়ল নাকি কমল, তা নিয়ে কোনো চাপ নেই।

কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন পর্যায় থেকে অভিযোগ করে বলা হচ্ছে, পাবলিক পরীক্ষায় বেশি নম্বর দিতে বোর্ড থেকে নির্দেশ দেওয়ার কারণেই পাসের হার ও জিপিএ-৫ এত বেশি হচ্ছে। এ রকম পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল শিক্ষামন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের আশঙ্কা একেবারেই নেই। কোচিং ও ফটোকপির দোকানে নজরদারি আছে। তা ছাড়া ফেসবুকে এ ধরনের বিভ্রান্তি ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তা যেন বন্ধ করে দিতে পারে, বিটিআরসিকে তা বলা আছে।

এবার সারা দেশে প্রথমবারের মতো সাতজন অটিস্টিক শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে। তাদের জন্য ৩০ মিনিট সময় বেশি রাখা হয়েছে। তবে অন্য প্রতিবন্ধীদের বাড়তি সময় আগের মতোই ২০ মিনিট রাখা হয়েছে।

এবারের এসএসসি পরীক্ষায় বহুনির্বাচনী (এমসিকিউ) অংশের পরীক্ষা আগে হবে। পরে হবে সৃজনশীল অংশের পরীক্ষা। দুই অংশের পরীক্ষার মাঝে ১০ মিনিট সময়ের ব্যবধান থাকবে। এত দিন সৃজনশীল অংশ আগে হতো, পরে এমসিকিউ অংশ হতো। কিন্তু অভিযোগ ছিল, সকালে প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খোলার সময় এমসিকিউ অংশের প্রশ্ন অসাধু কিছু শিক্ষক মোবাইলে ছবি তুলে বাইরে পাঠিয়ে উত্তরপত্র এনে শিক্ষার্থীদের কাছে সরবরাহ করতেন।

এবার এসএসসিতে ছাত্রীসংখ্যা ১৯ হাজার ২৬০ জন বেশি। এ ছাড়া বিজ্ঞানে গত বছরের চেয়ে ৫৬ হাজার ২৮৬ জন বেড়েছে। এবার বিজ্ঞানে পরীক্ষার্থী ৩ লাখ ৭৭ হাজার ৯১৭ জন।

এসএসসির তত্ত্বীয় পরীক্ষা আগামী ৮ মার্চ শেষ হবে। আর ব্যবহারিক পরীক্ষা ৯ মার্চ থেকে শুরু হয়ে ১৪ মার্চ শেষ হবে।